ট্রান্সকম গ্রুপের চেয়ারম্যান লতিফুর রহমান আর নেই

ট্রান্সকম গ্রুপের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট শিল্পপতি লতিফুর রহমান আর নেই। বুধবার বেলা সাড়ে ১১ টায় কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন তিনি (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। লতিফুর রহমান প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা।

এছাড়া, আন্তর্জাতিক ফুড চেইন পিৎজা হাট ও কেএফসি, পেপসি এবং ফিলিপসের বাংলাদেশে ফ্রাঞ্চাইজির মালিক ছিলেন তিনি। তিনি ২০১২ সালে মর্যদাপূর্ণ বিজনেস ফর পিস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন।

পারিবারিক সূত্র জানিয়েছে, লতিফুর রহমানের মরদেহ আজ ঢাকায় আনা হবে। গুলশানের আজাদ মসজিদে বাদ এশা তার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। এরপর রাতেই বনানী কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে।

লতিফুর রহমানের জন্ম ১৯৪৫ সালের ২৮ আগস্ট। তিনি ঢাকায় থাকতেন গেন্ডারিয়ায়। মৃত্যুর সময়ে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও দুই মেয়েসহ আত্মীয়স্বজন, গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

চালের মূল্যবৃদ্ধির চেষ্টা করলে কঠোর অবস্থানে যাবে সরকার

এবার বোরো মৌসুমে ধানের বাম্পার ফলন হওয়ার পরও কেউ যদি চালের মূল্যবৃদ্ধির চেষ্টা করেন তাহলে সরকার কঠোর অবস্থানে যাবে। প্রয়োজনে সরকারিভাবে চাল আমদানি করা হবে বলেও জানান খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার।

বুধবার (১ জুলাই) মন্ত্রীর মিন্টো রোডের সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে এক সেমিনারে একথা বলেন তিনি। সভার সমন্বয় ও সঞ্চালনা করেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোসাম্মৎ নাজমানারা খানুম।

সভায় উপস্থিত ছিলেন দেশের আট বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার, বিভাগীয় চালকল মালিক সমিতির দুজন করে প্রতিনিধি, খাদ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খাদ্য মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

চালকল মালিকদের উদ্দেশ্যে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, চালের বাজার স্থিতিশীল রাখেন, সরকারের সঙ্গে করা চুক্তি অনুযায়ী গুদামে চাল সরবরাহ করেন, যদি তা না করেন তবে সরকার চাল আমদানিতে যেতে বাধ্য হবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, করোনাকালীন সবাই বিপদগ্রস্ত। এবার না হয় লাভ একটু কম করলেন। প্রত্যেক বার লাভ সমান হয় না। এবার মানুষকে সেবা করার সুযোগ রয়েছে। সেবার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসুন। ২০১৭ সালের কথা স্মরণ করিয়ে তিনি বলেন, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে মিল মালিকদের একটা আত্মার সম্পর্ক রয়েছে।

২০১৭ সালে হাওড়ে বন্যার সময় সরকারিভাবে চাল সংগ্রহ বাধাগ্রস্ত হলে সরকার চাল আমদানির ওপর ট্যাক্স ফ্রি করে দিয়েছিল ফলে ৪০ লাখ মেট্রিক টন চাল বিভিন্নভাবে আমদানি করা হয়। সে কারণে সেই বছর মিল মালিক এবং কৃষক উভয় চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

তিনি বলেন, কৃষক বাঁচলে ধান উৎপাদন হবে এবং আপনারা চালকল মালিকরা বেঁচে থাকবেন। কৃষক যাতে বিপাকে না পড়ে, বিশেষ করে প্রান্তিক কৃষক যেন ধানের ন্যায্যমূল্য পায় সেজন্য এবার আট লাখ মেট্রিক টন ধান কেনার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, যেহেতু খাদ্য মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের সঙ্গে আপনাদের ব্যবসা সবসময় করতে হবে, লাভ বেশি হলে চাল সরবরাহ করবেন, লাভ কম হলে চাল সরবরাহ করবেন না- এটা হতে পারে না।

সূত্র- ইত্তেফাক

নভেম্বরেই দৃশ্যমান হবে স্বপ্নের পদ্মা সেতু

আগামী নভেম্বরের মধ্যেই দৃশ্যমান হচ্ছে স্বপ্নের পদ্মা সেতু। সেতুর সার্বিক উন্নয়ন কাজ জুন মাস পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে ৮০ দশমিক ৫০ শতাংশ। আর নদী শাসনের কাজ শেষ হয়েছে ৭৩ শতাংশ। একই সঙ্গে মূল সেতুর উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে ৮৯ শতাংশ। পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মো. শফিকুল ইসলাম ইত্তেফাককে এ তথ্য জানান।

গত ১০ জুন ৩১তম স্প্যান স্থাপনের ২০ দিন পর গত মঙ্গলবার বসানোর কথা ছিল পদ্মা সেতুর ৩২তম স্প্যানটি। মাওয়া প্রান্তে ৪ ও ৫ নম্বর পিলারের ওপর এটি বসানোর সব প্রস্তুতিও ছিল। তবে নদীর তীব্র স্রোতের কারণে এটি নির্ধারিত সময়ে বসানো সম্ভব হয়নি। তবে স্প্যান না বসানো হলেও সেতুর মূল উন্নয়নে এটি কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

পদ্মা সেতুর নির্বাহী প্রকৌশলী দেওয়ান আব্দুল কাদের ইত্তেফাককে জানান, ‘জুলাই ও আগস্টে নদীর স্রোত আরো বাড়তে পারে। আর না বাড়লেও যে স্রোত রয়েছে এমনটি থাকলেও স্প্যান বসানো সম্ভব হবে না। তবে স্প্যান বসানো না গেলেও পদ্মা সেতুর উন্নয়ন কাজ বাধাগ্রস্ত হবে না। অন্যান্য কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। স্রোত হ্রাস পেলে একই সঙ্গে একাধিক স্প্যান বসানো হবে।’

গত ১০ জুন জাজিরা প্রান্তে ২৫ ও ২৬ নম্বর পিলারের ওপর বসানো হয় ৩১তম স্প্যান। জাজিরা প্রান্তের ২০টির মধ্যে ওই স্প্যানটি ছিল শেষতম স্প্যান। এতে বসে যাওয়া ৩১তম স্প্যানের মধ্যে ২৯টি স্প্যান একসঙ্গে যুক্ত হয়।

নির্বাহী প্রকৌশলী দেওয়ান আব্দুল কাদের ইত্তেফাককে আরো বলেন, ‘নদীর স্রোত অব্যাহত থাকলে আগামী সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি প্রায় আড়াই মাসে কোনো স্প্যান বসানো সম্ভব হবে না। সাধারণত এই দুই বা আড়াই মাস স্প্যান বসানো যায় না। এটা আমাদের আগে থেকেই কর্ম পরিকল্পনায় ছিল। তবে আগামী নভেম্বরের মধ্যে সবগুলো স্প্যান

বসানোর কাজ শেষ হবে।’

পদ্মা সেতুর প্রকল্প পরিচালক মো. শফিকুল ইসলাম ইত্তেফাককে জানান, ‘চলতি বছর এই সেতুর ১১টি স্প্যান বসানো হয়েছে। এর মধ্যে সারা দেশে সাধারণ ছুটির মধ্যে ২৭ মার্চ থেকে ৩০ মে পর্যন্ত ৪টি স্প্যান বসানো হয়েছে। আর লকডাউন উঠে যাওয়ার পর ১০ জুনের স্প্যানটিসহ করোনা দুর্যোগের মধ্যেও সেতুর মোট ৫টি স্প্যান বসানো হয়েছে। আমরা আশা করছি যেভাবে উন্নয়ন কাজ এগিয়ে যাচ্ছে তাতে আগামী নভেম্বরের মধ্যেই মূল পদ্মা সেতু দৃশ্যমান হবে।’

এদিকে, মাওয়া ওয়ার্কশপে আরো চারটি স্প্যানের প্রস্তুতিও চলছে দ্রুত গতিতে। তবে বর্ষায় আবহাওয়া শুষ্ক না থাকার কারণে স্প্যানগুলোর রং শুকাতে সময় বেশি লাগছে। এদিকে পদ্মা সেতুর ৪১টি স্প্যানের মধ্যে ৩৯টির মালামাল করোনা মহামারির আগেই এসেছে। বাকি দুটি স্প্যানের অধিকাংশ মালামালও মাওয়ার কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডে পৌঁছেছে।

মাওয়া প্রান্তে ৫, ৬ ও ৭ নম্বর পিলারের ওপর স্প্যান বসেছে আগেই। এই দুই স্প্যানের দু’পাশে বাকি স্প্যানগুলো বসে গেলেই নভেম্বরের মধ্যেই স্বপ্নের পদ্মা সেতুর ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দৃশ্যমান হবে। চলতি অর্থ বছরে বড় প্রকল্পের মধ্যে সরকারের চতুর্থ সর্বোচ্চ বরাদ্দ পদ্মা সেতুতে। আগামী বছর জুন মাসে প্রকল্পটি শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।

তবে সূত্র জানায়, আগামী জুনের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করার লক্ষ্য থাকলেও মহামারি করোনার কারণে তা কিছুটা পিছিয়ে যেতে পারে। তবে সেতুর অন্যান্য উন্নয়ন কাজের সঙ্গে দ্রুত গতিতে রেলওয়ের স্লাব বসানোর কাজও এগিয়ে চলছে। ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যরে দ্বিতল সেতুর ওপর দিয়ে সড়কপথ ও নিচের অংশে থাকবে রেলপথ। মূল সেতু নির্মাণের জন্য কাজ করছে চীনের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি (এমবিইসি) ও নদীশাসনের কাজ করছে চীনের ‘সিনো হাইড্রো করপোরেশন’।

সুত্র- ইত্তেফাক

বুড়িগঙ্গায় লঞ্চডুবিতে মৃত মুসলমানরা শাহাদাতের মর্যাদা পাবেন: বাবুনগরী

ছোট লঞ্চ মর্নিং বার্ড। অর্ধশতাধিক যাত্রী নিয়ে মুন্সীগঞ্জ থেকে নিরাপদেই ঢাকার সদরঘাটে এসে পৌঁছে। গন্তব্যস্থল শ্যামবাজার কাঠপট্টি ঘাট থেকে লঞ্চটির দূরত্ব আর মাত্র ২০০ হাত। লঞ্চের যাত্রীরা নামার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু তীরে ভেড়া হলো না। পেছনের দিকে আসতে থাকা দৈত্যাকার ময়ূর-২ লঞ্চ ছোট মর্নিং বার্ডকে সজোরে ধাক্কা দেয়। তাতেই কাত হয়ে ডুবতে থাকে লঞ্চটি। মহাবিপদের আঁচ করতে পারা যাত্রীদের তখন গগনবিদারী আর্তনাদ। ‘বাঁচাও বাঁচাও’ চিৎকারে প্রকম্পিত হয় বুড়িগঙ্গার দুই তীর। সে চিৎকার বেশিক্ষণের নয়। মুহূর্তে ডুবন্ত ছোট লঞ্চটির ওপর পুরো দেহ উঠিয়ে দেয় ময়ূর। তলিয়ে যায় যাত্রীভর্তি আস্ত লঞ্চটি।

রাজধানীর বুড়িগঙ্গা নদীতে এই লঞ্চডুবির ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের মহাসচিব আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী।

তিনি বলেছেন, শরীয়তের পরিভাষায় এ দুর্ঘটনায় নিহত মুসলমানরা শাহাদাতের মর্যাদা পাবেন। স্থানীয় জেলা প্রশাসনও জনপ্রতিনিধিদের দুর্ঘটনায় শিকার ব্যক্তিদের সহায়তায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই। বুধবার সংবাদমাধ্যমে প্রেরিত এক বিবৃতিতে এসব কথা বলেন জুনায়েদ বাবুনগরী।
নিহতদের পরিবারের খোঁজ-খবর নেয়াসহ সাধ্যমতো ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে এগিয়ে আসতে হেফাজত নেতাকর্মীদের প্রতিও বিশেষ আহ্বান জানান তিনি।

বিবৃতিতে আল্লামা বাবুনগরী বলেন, বুড়িগঙ্গা নদীতে লঞ্চডুবির মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ৩৩ জনের মৃত্যুর হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। শরীয়তের পরিভাষায় নিহত মুসলমানরা শাহাদাতের মর্যাদা পাবে। আমি নিহতদের মাগফিরাত কামনা করছি ও তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।

হেফাজত মহাসচিব আরও বলেন, নৌ পরিবহনের চালক ও দায়িত্বশীলদের অবহেলায় কিছুদিন পর পর লঞ্চডুবি ও নৌকাডুবির দুর্ঘটনা ঘটে। এর ফলে দেশের নৌপথ যাতায়াত ব্যবস্থা জনগণের আস্থা হারাচ্ছে।

সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে লঞ্চডুবির ঘটনায় প্রকৃত দোষীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে নৌ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবী জানান হেফাজত মহাসচিব ।

সরকারের পক্ষ থেকে নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ এবং আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার দাবী জানান হেফাজত মহাসচিব।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ‘নিপীড়নমূলক’ : এইচআরডব্লিউ

বাংলাদেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনকে ‘নিপীড়নমূলক’ আখ্যা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ)। একইসঙ্গে কভিড-১৯ মহামারী মোকাবিলায় সরকারের যখন বন্দীর সংখ্যা কামিয়ে আনা উচিত, তখন তারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মানুষের মন্তব্যের দিকে নজর রাখছে বলে এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে।

বুধবার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮টার দিকে এইচআরডব্লিউ’র নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিবৃতিতে এশিয়ান অঞ্চলের ডিরেক্টর ব্র্যাড অ্যাডামস এসব মন্তব্য করেন।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সম্পর্কে এইচআরডব্লিউ বিবৃতিতে বলেছে, বিভিন্ন ধরনের কর্মী, সাংবাদিক এবং সরকারের অন্য সমালোচকদের হয়রানির পাশাপাশি দীর্ঘদিন আটকে রাখতে আইনটি ব্যবহার করছেন বাংলাদেশের কর্মকর্তারা।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘কোনো ব্যক্তিকে নিজেদের সমালোচনাকারী মনে হলেই বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষ নির্বিচারে গ্রেফতার করছে। কভিড-১৯ মহামারী মোকাবিলায় সরকারের যখন বন্দীর সংখ্যা কামিয়ে আনা উচিত, তখন তারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মানুষের মন্তব্যের দিকে নজর রাখছেন।’

সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজলের কথা উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়, ‘গত ২৮ জুন কাজলকে আবার জামিন দিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়। পরে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের আওতায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঠানো হয় দুদিনের রিমান্ডে।’

বাংলাদেশের রিমান্ডের ধরন নিয়ে প্রশ্ন তুলে সংস্থাটি বলছে, ‘রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বাংলাদেশর হাইকোর্ট থেকে জারি করা নির্দেশনায় বলা আছে এমন একটি কক্ষে করতে হবে, যেটি কাঁচে ঘেরা। এ সময় অভিযুক্তের আইনজীবী এবং স্বজনদের পর্যবেক্ষণের অনুমতি দেয়ার কথাও বলা আছে। কিন্তু এই নির্দেশনা অনুসরণ করার ঘটনা বিরল। কখনো হয়তো হয়নি।’

কার্টুনিস্ট আহমেদ কবির শিশির, মানবাধিকার কর্মী মুশতাক আহমেদ ও দিদারুল ভুঁইয়া এবং ব্যবসায়ী মিনহাজ মান্নান ইমনের গ্রেফতারের ঘটনা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, ‘‘সম্প্রতি ভার্চুয়াল আদালত তাদের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে। তারা সবাই করোনা নিয়ে ‘ফেসবুকে গুজব ছড়ানোর’ অভিযোগে এক মাসের বেশি সময় আগে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হন।’’

এইচআরডব্লিউ’র দাবি, ‘বাংলাদেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রযুক্তি মাধ্যমের জন্য করা হলেও এর মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ বক্তব্যকেও এখন অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।’

এই মহামারীর সময়ে ‘মারাত্মক অপরাধ’ না করা ব্যক্তিদের জেল থেকে মুক্তি দেয়ারও আহ্বান জানানো হয়েছে বিবৃতিতে। বলা হয়, ‘কভিড-১৯ নিয়ে সমালোচনা করা ব্যক্তিদের না খুঁজে কাজলের মতো যেসব ব্যক্তি অন্যের বিপদের কারণ হননি, তাদের বাংলাদেশ সরকারের মুক্তি দেয়া উচিত।’

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

বিপাকে মেহেরপুরের পুস্তক ব্যবসায়ীরা

করোনার কারণে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় ভালো নেই মেহেরপুরের বই ব্যবসায়ীরা। সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকায় গাইড বইয়ের চাহিদাও কম। যে কারণে অবসর সময় কাটাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা।

মেহেরপুর শহরের লাইব্রেরি গুলো ঘুরে হাতে গোনা কিছু সৃজনশীল বই ছাড়া তেমন একটা চোখে পড়েনি। বেশিরভাগ সেলফ সাজানো হয়েছে স্কুল কলেজের খাতা, কাগজ ও কলম দিয়ে। এখন ব্যবসায়ীদের চোখে মুখে হতাশার চিহ্ন। ছোটখাটো ব্যবসায়ীরা ব্যবসা বন্ধ করে খোঁজ করছেন অন্য ব্যবসার।

মেহেরপুর জেলায় ছোট বড় মিলে মোট ৮৫টি লাইব্রেরি আছে। মেহেরপুর সদরে আছে ৩০টি, গংনী উপজেলায় ৪০টি, মুজিবনগর উপজেলায় ১৫টি।

মেহেরপুর মহিলা কলেজ মোড়ে সব চেয়ে বড় লাইব্রেরি পপি লাইব্রেরি। এর স্বত্বাধিকারী সৈয়দ মেহেদী ইমাম পাপ্পু বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় বেঁচা-বিক্রি কম। কোন মতে দিন চলে যাচ্ছে। শুধু ব্যাবসাটি ধরে রাখতেই লাইব্রেরিটি এখনো চালু রেখেছি। বিক্রি কম হওয়ায় ব্যবসার ধরণ পাল্টেছে। বই বিক্রির পাশাপাশি অন্যান্য পণ্যও বিক্রি করছি। আমার দোকানে ৪ জন কর্মচারি কাজ করে। তাদের একদিন পরপর ডিউটি করে দিয়েছি। বেতনও অর্ধেক করে দিতে বাধ্য হয়েছি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে ভবিষ্যতে আরও অর্থনৈতিক মন্দায় পড়তে হবে।

দোয়েল বুক হাউজের স্বত্বাধিকারী আব্দুল আজিজ বলেন, একসময় জমজমাট ছিল বইয়ের দোকান গুলো। এখন সেগুলো বিরান ভূমি। আগে এখানে সকাল ৯টায় আসতাম। বাসায় ফিরতাম রাত ১০টায়। কিন্তু এখন সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী ১০টা থেকে ৪টা পর্যন্ত দোকান খোলা রাখছি। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই বসে থাকতে হচ্ছে। ব্যবসায় প্রতিযোগিতা বেড়ে যাওয়ায় টিকে থাকাই এখন অনেক প্রতিষ্ঠানের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্টুডেন্ট লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী সাইদুর রহমান রিপন জানান, বাড়িতে সময় কাটছে না তাই দোকান খুলে বসে আছি। বেঁচা-বিক্রি একদমই নেই। দুই একজন আসছে বিভিন্ন পোস্টার কাগজ কিনতে। এতে দিন

হাজিরাতো দূরের কথা বিদ্যুৎ বিলের টাকাও হচ্ছে না।

পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি ফরিদ উদ্দীন জানান, আমাদের ব্যবসা মূলত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। করোনার প্রাদুর্ভাবে প্রায় ৫ মাস ধরে বন্ধ আছে প্রতিষ্ঠান গুলো। ফলে লাইব্রেরি ব্যবসায় বেশ ভাটা পড়েছে। পুরনো ছোট খাটো বইয়ের দোকান ইতোমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে। যেগুলো আছে তাও নিভু নিভু অবস্থায় টিকে আছে। লাইব্রেরিতে কাজ করা কর্মচারিরাও পড়েছে বিপাকে। অনেকেই চাকরি হারিয়ে বেকার হয়ে পড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে সরকারি প্রণোদনা দাবি জানাচ্ছি।

আলমডাঙ্গায় আন্তজেলা মোটর চোরচক্রের দুই জনকে পুলিশে হস্তান্তর

আলমডাঙ্গায় আন্তজেলা শ্যালোমেশিন চোরচক্রের দুই হোতাকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে গ্রামবাসী।

গতকাল মঙ্গলবার (৩০ জুন) ভোরে শ্যালো মেশিনের মোটরসহ ইমরুল ও সেলিম নামের দুই আন্তজেলা চোরচক্রের সদস্যকে ধরে পুলিশে দেওয়া হয়।

আটক ইমরুল কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলার আব্দুল মান্নানের ছেলে এবং সেলিম কুষ্টিয়ার আল্লাহর দরগার তাজপুরের হায়াত আলীর ছেলে। বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলায় তাদের চোরচক্রের সক্রিয় সদস্যরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তারা সাধারনত রাতের বেলায় মাঠ থেকে কৃষকের সেচ কাজে ব্যবহৃত শ্যালো মেশিনের মোটর চুরি করে থাকে।

জানা গেছে, সোমবার দিনগত রাতে আলমডাঙ্গার হারদী ইউনিয়নের কেশবপুর মাঠে আন্তজেলা এই চোরচক্রের সদস্যরা হানা দেয়। তারা মাঠ থেকে কৃষকের মোটর চুরি করে তাদের গাড়ি আসার অপেক্ষা করতে থাকে। গাড়ি আসার আগেই কেশবপুর গ্রামের এক লোক চোরদের দেখে ফেলেন। তার

চিৎকার চেচামেচিতে গ্রামের লোকজন তেড়ে ধরে ফেলেন ইমরুল ও সেলিম চোরকে। তাদেরকে গণধোলায় দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয় গ্রামবাসী।

প্রাগপুর গ্রামের জালাল হোসেন জানান, সোমবার রাতে কেশবপুর মাঠ থেকে তার একটি মোটর চুরি হয়েছে। তার আগে একই গ্রামের নীলচাঁদের মাঠ থেকে একটি মোটর চুরি যায়। একই সাথে বড় বোয়ালিয়া গ্রামের মিন্টু বিশ্বাসের মোটর চুরি হয়। একই গ্রামের জাহামত, শরিফ, আব্দুল কাদেরেরও একটি মোটর চুরি হয়। তারা থানায় মোটর চুরির অভিযোগ দায়ের করেছেন।

চুয়াডাঙ্গার সেচ্ছাসেবক মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের স্বপ্নভঙ্গের উপক্রম

স্বপ্নভঙ্গ হতে বসেছে চুয়াডাঙ্গা কর্মরত সেচ্ছাসেবক মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের। করোনা মোকাবিলায় সম্মুখযোদ্ধা চিকিৎসকদের কাধে কাধ মিলিয়ে কাজ করেও বঞ্চিত হচ্ছেন তারা। কর্মরতদের অনেকের স্বপ্ন ছিলো ঝুঁকিপূর্ণ এ কাজে আত্মনিয়োগ করলে সরকারীভাবেই তারা স্বীকৃতি পাবেন। কিন্তু সে স্বপ্ন এখন ভেঙে যেতে বসেছে।

সম্প্রতি সরকারিভাবে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগের ক্ষেত্রে চুয়াডাঙ্গার কোনো সেচ্ছাসবকই এতে স্থান পাননি। এতে তাদের মধ্যে চাপা অসন্তোষ দেখা গেছে।

করোনা সংক্রমণের শুরুর দিকে করোনা মোকাবিলার জন্য সারাদেশের মেডিকেল টেকনোরজিস্টদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয় সরকারিভাবে। সে সময় চুয়াডাঙ্গার অনেক যুবক-যুবতী সেচ্ছাসেবক মেডিকেল টেকনোলজিস্ট হিসেবে নিজেদের নাম লেখান। তাদের মধ্যে আবার অনেকেই স্বপ্ন দেখেন ভবিষ্যতে এ পদে নিয়োগ পাওয়ার। কিন্তু সম্প্রতি সারাদেশে এ পদে যে নিয়োগ দেয়া হয়েছে তাতে চুয়াডাঙ্গার দু’যুবক সুযোগ পেয়েছেন।

তবে সেচ্ছাসেবক মেডিকেল টেকনোলজিস্ট হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্তদের মধ্যে অনেকের অভিমত তাদের মধ্যে থেকে কেউ নিয়োগ পেলে তারা খুশি হতেন। নিয়োগপ্রাপ্তরা কেউই সেচ্ছাসেবক ছিলেন না।

মঙ্গলবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের করোনা স্যাম্পল সংগ্রহ কেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায়, সেচ্ছাসেবক মেডিকেল টেকনোলজিস্ট হিসেবে জাহানারা খাতুন, সাজেদুর রহমান ও হাসানুজ্জামান নামে তিনজন দায়িত্ব পালন করছেন। তাদের সাথে কথা বলে জানা যায় তারা গত ১৪ এপ্রিল থেকে এ দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ল্যাব) আমজাদুল ইসলাম বলেন, কিছুদিন পূর্বে সরকারিভাবে কর্মরত সেচ্ছাসেবক মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের নামের তালিকা চাওয়া হয়েছিলো। আমাদের এখানে ১৬ জন সেচ্ছসেবক তালিকাভূক্ত আছেন। আমরা তাদের নামের তালিকা কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছিলাম। তারা নিয়মিতই তাদের দায়িত্ব পালন করছেন।

মেহেরপুরে নতুন করে দু’জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরের নতুন করে দু’জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে।

গতকাল সন্ধ্যায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা: মো: নাসির উদ্দীন। আক্রান্তরা হলেন, সাহারবাটি গ্রামের বড়মসজিদ পাড়ার মিসেস মেরিনা (৩৫) ও মেহেরপুর পৌর এলাকার ঘোষ পাড়ার কাজল রেখা (২৮) । কাজল রেখা ঘোষ পাড়ার মেয়ে, তার শ্বশুরবাড়ি চুয়াডাঙ্গার দৌলতদিয়াড়, বর্তমানে সে চুয়াডাঙ্গাতেই অবস্থান করছেন বলে জানা যায়।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা: মো: নাসির উদ্দীন জানান, এ পর্যন্ত জেলায় ১৯৯৫ টি নমুনা পরীক্ষার ফলাফলের মধ্যে আক্রান্ত ৭৬ জন। এরমধ্যে মেহেরপুরে ৩৭, গাংনীতে ৩৩ ও মুজিবনগরে ৬ জন। সুস্থ হয়েছে ২৫জন ও মৃত্য হয়েছে ৫ জনের, ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ৭ জন কে।

উপজেলা প্রশাসন আক্রান্তদের বাড়ি সহ তাদের পার্শবর্তী কয়েকটি বাড়ি লকডাউন ঘোষনা করবে। সকলকে স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার আহবান জানান তিনি।

গাংনীতে মশার কয়েল জ্বালাতে গিয়ে পুড়ল দিনমজুর আক্কাস আলীর বাড়ি

গাংনীর বামন্দী ইউনিয়নের রামনগরে গোয়াল ঘরে মশার কয়েলের আগুনে আক্কাচ আলী নামের এক দিনমজুরের বাড়ি পুড়ে গেছে। সোমবার মধ্যরাতে ওই গ্রামের মৃতঃ নইমুদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে আক্কাস আলী বিশ্বাসের বাড়িতে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, রাতে বাড়িতে আগুন লাগার খবর পেয়ে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। তার আগেই গোয়ালঘর পুড়ে যায়।

গৃহকর্তা আক্কাস আলী জানান, রাতে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। রাত ২টার দিকে হঠাৎ জেগে দেখি, গোয়াল ঘরে আগুন জ্বলছে। গোয়াল থেকে আগুনের সুত্রপাত হয়ে বসত ঘরে ছড়িয়ে পড়ে।এ সময় চিৎকার করলে প্রতিবেশীরা এগিয়ে আসার আগেই ঘর পুড়ে যায়।

ঘরে থাকা পাঁচটি ছাগল অগ্নীদদ্ব হয়ে একটি একটি ছাগল এছাড়াও বসত ঘরে থাকা সকল আসবাবপত্র ও মালামাল পুড়ে গেছে। যার আনুমানিক মূল্য লক্ষাধিক টাকা।এলাকাবাসী ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিলে ঘটনা স্থলে ফায়ার সার্ভিস পৌছানোর আগেই সব পুড়ে যায়।

বামুন্দি ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বলেন, আমি শুনেছি এবং আমার পরিষদ থেকে তাকে সাহায্য সহযোগিতা করা হবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ জানান এটি দুঃখজনক ঘটনা। অসাবধানতার কারণেই এ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে মানুষকে সচেতন হওয়া উচিত। অগ্নীকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে সরকারি সহযোগিতা করার ব্যবস্থা করা হবে।